প্রথম আলো

JUL 27 2006
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আলোচনা সভা ডেকে শিক্ষামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শিক্ষকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকার সমর্থক একটি শিক্ষক সংগঠন ৩০ জুলাই আলোচনা সভা আয়োজন করে তাতে সভাপতিত্ব করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। গতকাল বুধবার এ আমন্ত্রণপত্র ফ্যাক্সযোগে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসতে ব্যর্থ হওয়ায় এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অধ্যক্ষ এম শরীফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীকে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানায়। এ ছাড়া

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শিক্ষামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শিক্ষকেরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষাসচিব ও অর্থসচিব যাতে সভায় উপস্থিত থাকেন, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রাজধানীর মগবাজার ইস্পাহানী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান। উপস্থিত ছিলেন সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ রফিকা আফরোজ, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর খান, লিয়াকত আলী, এ কে এম আনিসুল হক প্রমুখ।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ বা মন্ত্রীর একান্ত ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের হাতে এ ধরনের আমন্ত্রণ পৌঁছায়নি।

সূত্রমতে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর ৯ দিন অতিবাহিত হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকেরাও এখন বিব্রত। কিন্তু সরকারের অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে সরকারের সবুজ সংকেত ছাড়া তারা আলোচনায় বসতে চান না। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছেন বলে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন।

সরকার সমর্থক বলে পরিচিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট (সেলিম) নেতারা অভিযোগ করেছেন, অর্থমন্ত্রী এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ষড়যন্ত্র করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে চান। সংগঠন আয়োজিত মিছিল থেকে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গতকাল স্লোগান দেওয়া হয়।

ঐক্যজোটের উদ্যোগে গতকাল ছিল শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচি। কিন্তু মুক্তাঙ্গন থেকে শিক্ষা ভবনে যাওয়ার সময় পলিশ পরানা পল্টন

এর আগে মুক্তাঙ্গনে জোটের নেতা কাজল আলীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন মো. সেলিম-উজ্জামান, মাওলানা এম এ লতিফ, অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান, অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম, মো. জাকির হোসেন প্রমুখ। তারা শিক্ষা ভবনকে 'দুর্নীতি ও হয়রানির ভবন' হিসেবে উল্লেখ করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের প্রত্যাহারের দাবি জানান। শিক্ষা ভবন ঘেরাও ছাড়াও ঐক্যজোটের উদ্যোগে গতকাল জেলা প্রশাসকদের কার্যালয়ের সামনে শিক্ষক-কর্মচারীরা অবস্থান নেন।

শিক্ষক-কর্মচারী মহাসমাবেশ করে বিপুল সাড়া পাওয়া জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট নেতারা বলেছেন, প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর একটি ফলপ্রসূ বৈঠকই যথেষ্ট। সেখানে সরকারের দালালদের সঙ্গে বৈঠক করে এবং কাকে আলোচনায় ডাকা হবে, কাকে হবে না এসব বিষয়ে অনাবশ্যক ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হচ্ছে।